গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, গাজীপুর জেলা

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

# বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০২৪ - ৩০ জুন, ২০২৫

# সূচিপত্র


| বিষয় | পৃষ্ঠানং |
|---|---|
| কর্মসম্পাদনেরসার্বিকচিত্র | ৩ |
| প্রস্তাবনা | ৪ |
| সেকশন ১: রূপকল্প,অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি | ৫ |
| সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্তফলাফল/প্রভাব | ৬ |
| সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা | ৭ |
| **সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ** | ১১ |
| **সংযোজনী ২**: কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি | ১২ |
| সংযোজনী ৩: অন্য অফিসেরসঙ্গেসংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ | ১৩ |
| **সংযোজনী ৪**: জাতীয়শুদ্ধাচারকৌশলকর্মপরিকল্পনা, ২০২৪-২০২৫ | ১৪ |
| সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২৪-২০২৫ | ১৭ |
| সংযোজনী ৬: অভিযোগপ্রতিকারব্যবস্থাকর্মপরিকল্পনা, ২০২৪-২০২৫ | ১৯ |
| সংযোজনী ৭: সেবাপ্রদানপ্রতিশ্রুতিকর্মপরিকল্পনা, ২০২৪-২০২৫ | ২০ |
| সংযোজনী ৮: তথ্যঅধিকারবিষয়েবার্ষিককর্মপরিকল্পনা, ২০২৪-২০২৫ | ২১ |

## কর্মসম্পাদনেরসার্বিকচিত্র

## সাম্প্রতিকঅর্জন, চ্যালেঞ্জএবংভবিষ্যৎপরিকল্পনা

### সাম্প্রতিক বছর সমূহের (৩বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন একটি সংস্থা। নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের দায়িত্ব অর্পণ করে ১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর। পরবর্তীতে ১৯৫৪ সালে এর সাথে যুক্ত করা হয় স্যানিটেশন সেবা প্রদানের দায়িত্ব। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরে সরকার প্রথমেই ধ্বংসপ্রাপ্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পদ্ধতিগুলো পুর্নবাসনে গুরুত্ব আরোপ এবং তৎপরবর্তীতে নতুন অবকাঠামো স্থাপন শুরু করে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের (ডিপিএইচই) মাধ্যমে, এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানকালে ওয়াসার আওতাধীন এলাকা ব্যতীত সমগ্রদেশের নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত। বর্তমানে পল্লী এলাকায় প্রতি ৮৮ জনের জন্য একটি সরকারী নিরাপদ খাবার পানির উৎস রয়েছে এবং বর্তমানে পানি সরবরাহ কভারেজ ৯০% এ উন্নীত হয়েছে। বিগত অর্থ বছরে কালিগঞ্জ উপজেলায় ১টি নতুন অফিস ভবন নির্মান করা হয়। বিগত ৩ (তিন) অর্থ বছরে গ্রাম, পৌর এলাকায় ৩০০০ টি বিভিন্ন প্রযুক্তির পানির উৎস, ১৮ টি উৎপাদক নলকূপ, ১৯৮ কিঃমিঃ বিভিন্ন ব্যসের পাইপ লাইন, ৩০টি পাবলিক টয়লেটও কমিউনিটি টয়লেট আঞ্চলিক পরীক্ষাগারে প্রায় ৭১১২০টি পানির উৎসের পানির গুণগতমান পরীক্ষা করা হয়েছে।

### সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রধান চ্যালেঞ্জ হল অর্জিত অগ্রগতির স্থায়ী করণ ও কাযকারীতা বৃদ্ধিকরণ । এই চ্যালেঞ্জ উত্তরণের জন্য প্রয়োজন পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতকে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান পূর্বক পৃথক বাজেট বরাদ্দ করন। তাছাড়া অত্র অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ পানির স্তর দ্রুত নিচে নেমে যাওয়ার কারণে পানির উৎস নির্ধারণ এখানে বিরাট চ্যালেঞ্জ।

### ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

গাজীপুর জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বেশ কিছু ভবিষ্যৎপরিকল্পনা রয়েছে যেমন প্রতি ৫০ জনের জন্য একটি পানির উৎস স্থাপন, ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার এবং সংরক্ষন, পুকুর খননের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের পানি ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ, দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপন। স্বাস্থ্য সম্মত উন্নতমানের ল্যাট্রিনের কভারেজ বৃদ্ধিকরণ এবং নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহের কভারেজ শতভাগে উন্নীতকরণ।

### ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জন সমূহ:

- পল্লী এলাকায় বিভিন্ন ধরনের পানির উৎস স্থাপন – ৭৮০ টি
- পানির গুণগতমান পরীক্ষাকরণ– ৭৮০ টি
- পল্লী এলাকায় পাম্প হাউজ নির্মাণ - ১ টি
- উৎপাদক নলকূপ স্থাপন-২ টি
- পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্রামীণ পানি সরবরাহ-৩কি: মি:
- পল্লী এলাকায় ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ - ১ টি
- পল্লী এলাকায় আর.সি.সি ড্রেন নির্মাণ –০.৫ কি: মি:
- পৌর এলাকায় মানববর্জ্য ব্যবস্থাপনা নির্মাণ - ১ টি (৫২%)
- পৌর এলাকায় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সটিং শেড সহ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থা নির্মাণ – ১ টি (৫২%)

## প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমেরূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, গাজীপুর জেলা

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে ২০২৪ সালের জুন মাসের ২৫তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিস্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন: